প্রতিদিনের বাংলাদেশ

সবুজ ক্যাম্পাস গড়ার আহ্বান ঢাবি উপাচার্যের

প্রবা প্রতিবেদন

নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ক্যাম্পাস গড়ার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম। গত শুক্রবার ঢাবিতে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রিন ক্যাম্পাস-২০২৬' শীর্ষক আয়োজিত এক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

ঢাবি উপাচার্য বলেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ, এই চেতনা থেকেই আমাদের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে পরিচ্ছন্নতার চর্চা করতে হবে। আমরা নিজের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখতে যতটা সচেতন, তেমনি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

উপাচার্য বলেন, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কেবল দৃষ্টিকটু নয়, এটি বিভিন্ন রোগব্যাধিরও কারণ। ধুলাবালি ও দূষণের কারণে শারীরিক নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অপরিহার্য। গাছপালা পরিবেশকে শীতল ও বিশুদ্ধ রাখে। এই পরিবেশ রক্ষা ও আরও উন্নয়নে সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার।

ঢাবির এস্টেট অফিস, ঢাবি পরিবেশ সংসদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

ঢাবির আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সময় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৯ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

12 April 2026

The New Nation

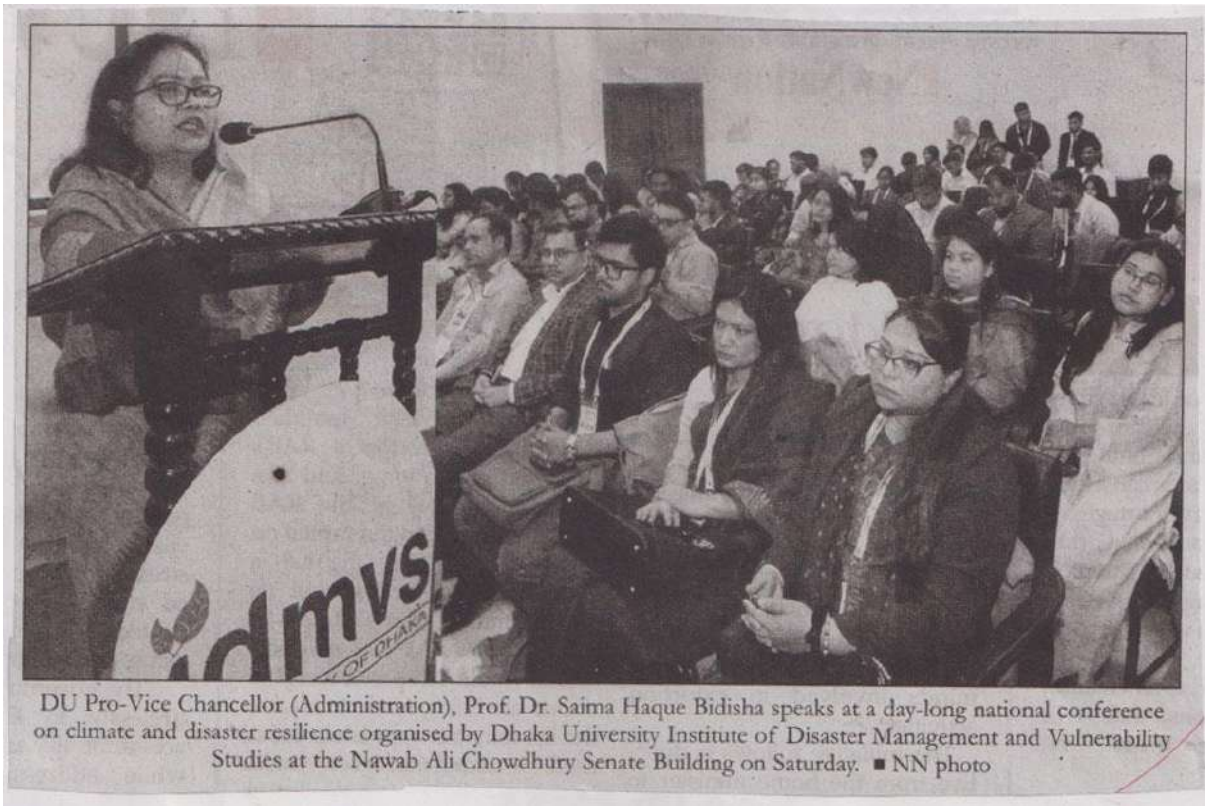

DU Pro-Vice Chancellor (Administration), Prof. Dr. Saima Haque Bidisha speaks at a day-long national conference on climate and disaster resilience organised by Dhaka University Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies at the Nawab Ali Chowdhury Senate Building on Saturday. ■ NN photo

আমাদের বার্তা

ঢাবি কবি জসীম উদদীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি জসীম উদদীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার ঢাবি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র মো. হাসিবুজ্জামান নাঈম এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মো. ফাহিমুর রহমান যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম তুষার রানার্স-আপ হয়েছেন।

খেলা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এর আগে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

এসময় ডাকসু'র ভিপি সাদিক কায়েম এবং ক্রীড়া সম্পাদক আরমান হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

কবি জসীম উদদীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডাকসুর নেতৃবৃন্দ, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক, হল সংসদের নেতারা এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৯ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

12 April 2026

The Daily Star

A woman and her daughter paint crafts, joining preparations for the upcoming Baishakhi Shobhajatra at Dhaka University's Faculty of Fine Arts yesterday. With Pahela Baishakh just a couple of days away, preparations -- including shopping and event arrangements -- are in full swing everywhere.

PHOTO: MEHEDI HASAN

আমাদের সময়

বর্ষবরণ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত নারীরা

নিশাত তানিয়া

দরজায় কড়া নাড়ছে বৈশাখ। পুরনোকে বিদায় করে আসছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ। সারাদেশে তাই উৎসবের আমেজে চলছে বাঙালির প্রাণের উৎসবের প্রস্তুতি। প্রতিবছরের মতোই রাজধানীর রমনা বটমূলে গান, কবিতা ও নানা আয়োজনে নববর্ষকে বরণ করবে ছায়ানট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে শোভাযাত্রা বের হবে। থাকবে শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নানা আয়োজন। বর্ষবরণ উপলক্ষে এবারের আয়োজনের প্রতিপাদ্য 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ।' সমাজে ঐক্য, সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই প্রতিপাদ্যের মূল লক্ষ্য।

চারুকলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা যায়, শোভাযাত্রার জন্য বিশালাকৃতির মোটিফগুলোর কাঠামো তৈরিতে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা। বাঁশ আর কাঠের সাহায্যে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে একেকটি প্রতীকী অবয়ব। জয়নুল গ্যালারির সামনে প্রতিবছরের মতো চলছে মাটির সরায় আলপনা আঁকা, জলরঙে গ্রামবাংলার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা, বাঘ, প্যাচাসহ নানা কল্পিত চরিত্রের মুখোশ তৈরির কাজ। এ ছাড়া অনুষদের বাইরের দেয়ালগুলোতেও রঙতুলির আঁচড়ে ফুটে উঠছে দেশজ সংস্কৃতির নানা চিত্র। নিজেদের তৈরি এসব শিল্পকর্ম দর্শনার্থীদের কাছে বিক্রি করে শোভাযাত্রার তহবিল সংগ্রহ করছেন শিক্ষার্থীরা। এসব অনুষ্ঠান ঘিরে এখন চলছে মঞ্চ তৈরিসহ চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

চারুকলায় গিয়ে দেখা যায়, কেউ কাগজ কেটেছেঁটে তৈরি করছেন বাংলার বাঘ। কেউ বা শোলা দিয়ে বানাচ্ছেন সমৃদ্ধির প্রতীক লক্ষ্মীপ্যাচা। কেউ ব্যস্ত রঙতুলি দিয়ে মাটির সরায় নকশা অঙ্কনে। তাদের ব্যস্ততাই বলে দিচ্ছে, ঈদের আমেজের মধ্যেই শুরু হয়েছে বৈশাখ বরণের প্রস্তুতি। তবে এত কঠিন কাজগুলোতে কিন্তু পিছিয়ে নেই নারী শিক্ষার্থীরা। চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি। বর্তমান বা সাবেক শিক্ষার্থীরা যে যখন সময় পাচ্ছেন, প্রাণের টানে ছুটে আসছেন শোভাযাত্রার প্রস্তুতিতে। এর মধ্যে নারীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। সাবেক শিক্ষার্থীরা আসছেন অনেকেই ছোট শিশুদের নিয়েও তাদের প্রাণের প্রাঙ্গণ দেখাতে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল চারুকলার প্রথমদিকের ব্যাচগুলো থেকেও অনেক নারীই এসেছেন এ মিলনমেলায়। চারুকলার সাবেক শিক্ষার্থী তাজিন আহমেদ বলেন, 'যখন শিক্ষার্থী ছিলেন তখন খুব আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছেন। তখন দেখতেন মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি উপলক্ষে সাবেক বড় আপুরা এসে কাজ করতেন। এই মিলনমেলায় সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়। এক আনন্দঘন পরিবেশে কাজ করে সবাই। ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষার্থী নাবিলা নিম্মি জানান, গত বছরে বিভিন্ন কারণে অনেকেই অংশ না নিলেও এবার নারী শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ করা যাচ্ছে। আরেক শিক্ষার্থী দিপ্তী চৌধুরী বলেন, পহেলা বৈশাখ আমাদের জন্য শুধু উৎসব নয়, এটি আমাদের পরিচয় ও সংস্কৃতির অংশ। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা ঐক্য, সম্প্রীতি ও গণতন্ত্রের শক্ত বার্তা দিতে চাই। আর সুশৃঙ্খলা বজায় রাখলে নববর্ষের প্রথম পহরেও বর্তমান এবং সাবেক অনেক নারী শিক্ষার্থীকেই পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো পহেলা বৈশাখে আমরা কেবল একদিনের জন্য বাঙালি হয়ে উঠি, বলছিলেন আরেক শিক্ষার্থী সিনথিয়া। বছরব্যাপী নানান ভিন্ন সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির চর্চায় বিভোর সময় পার করি। আমাদের অনাদর ও অবহেলায় মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প অনেকটা বিলুপ্তির পথে। ধীরে ধীরে আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। এভাবে চলতে থাকলে বাঙালির হাজার বছরের গৌরবময় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি অদূর ভবিষ্যতে অপসংস্কৃতির আড়ালে হারিয়ে যাবে বলে তার ধারণা। বর্ষবরণের কর্মযজ্ঞ দেখতে সাধারণ মানুষও চারুকলায় ভিড় করেছেন। মেয়েকে নিয়ে চারুকলায় আসা রীতা বলেন, 'বাঙালির ঐতিহ্য কেমন তার ধারণা দিতেই মেয়েকে চারুকলায় নিয়ে আসা। এখানে এসে এমন নির্ভেজাল ও নির্মল আনন্দ সচরাচর অন্য কোথাও মেলে না। এবারের নববর্ষের প্রস্তুতিতে চারুকলার নারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও উদ্যমী অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। আশা করা যায় তাদের প্রয়াসের মাধ্যমে দেশের ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব সার্থকভাবে আয়োজন হবে। পহেলা বৈশাখকে ঘিরে সর্বস্তরের জনগণের যে আনন্দ উৎসব হয়, তা শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, সেটি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক পরিসরেও এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়েছে বহুগুণ।